সঞ্চয়িতা ফিল্মস প্রযোজিত
দীনেন গুপ্তের
মহামিলন
কাহিনী/চিত্রনাট্য
সংলাপ
অঞ্জন চৌধুরী
সুর/শ্যামল মিত্র
বিশ্ব-পরিবেশনায়—
শ্রী রঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

ধনী ব্যবসায়ী নৃপেন চৌধুরী তাঁর স্ত্রী আশাদেবীকে নিয়ে কালিংপং যাচ্ছিলেন তাদের একমাত্র ছেলে নীলাঞ্জনকে স্কুল থেকে আনার জন্য। পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় মারা যান নৃপেন-বাবু। অতর্কিত মানসিক আঘাতে স্মৃতি হারান আশাদেবী। নিজের ছেলে নীলাঞ্জনকে তিনি চিনতে পারেন না। হাসপাতালের Supdnt. শুভদীপ চ্যাটার্জী নীলাঞ্জনের মামাকে আশ্বাস দেন যদিও এ ধরণের রোগীদের চিকিৎসা করার মত ডাক্তার এদেশে খুবই কম, তবুও তিনি চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশা-দেবীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে।

আশাদেবীর খুব আশা ছিল নীলাঞ্জন বড় হয়ে নামকরা ডাক্তার হবে। মার এই অবস্থা দেখে ছোট্ট নীলাঞ্জন তার মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব মা। তোমায় ভালো করে নিয়ে আসব।

দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। বিলেত থেকে বিরাট বড় সাইকিয়াট্রিস্ট হয়ে ফিরে এসে যে হাসপাতালে তার মা রয়েছে সেই হাসপাতালের এড্‌ভাইসার কাম ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট হয়ে জয়েন করে।

মাকে নিজের কোয়াটারে নিয়ে আসে নীলাঞ্জন। আশাদেবী তার ছেলেকে চিনতে পারেন না—ছেলের বাড়ীতেই ঝি-এর কাজে নিযুক্ত হন তিনি। মাকে দিয়ে কাজ করাতে দুঃখ হলেও সামনে থাকলে তার চিকিৎসা করা যাবে এই ভেবে মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে।

ধনী ব্যবসায়ী রণবীর চ্যাটার্জীর একমাত্র কন্যা প্রিয়া। নিজের প্রেমিক চঞ্চলকে মার খেতে দেখে ছুটে তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্মৃতি হারিয়েছে। প্রিয়াকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ভালো করার চেষ্টা করছিলেন ডাঃ দিবেন্দু রায়। নীলাঞ্জনের পছন্দ হয় না দিব্যেন্দুর চিকিৎসা পদ্ধতি। তিনি প্রিয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন। অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

প্রিয়ার প্রেমিক চঞ্চলের সঙ্গে দেখা করে প্রিয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জেনে আসেন নীলাঞ্জন। তিনি স্থির করেন প্রিয়ার সঙ্গে ভাল-বাসার অভিনয় করেই তাকে সুস্থ করে তুলবেন। তার এই চিকিৎসা-পদ্ধতি দেখে তীব্র প্রতিবাদ জানায় দিব্যেন্দুর দল। নীলাঞ্জন বলে, এই ভাবে চিকিৎসা করেই সে প্রিয়াকে ভালো করবে যদি না পারে তবে ঠিক এক বছর পর প্রিয়াকে সে নিজেই বিয়ে করবে।

বাড়ীতে মা। হাসপাতালে প্রিয়া। দুজনকেই ভোলো করার চেষ্টা করে চলে নীলাঞ্জন। মার কোন রকম উন্নতি না দেখলেও প্রিয়াকে কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুলতে থাকে এবং এক সময় উপলব্ধি করে ভালবাসার অভিনয় করতে করতে প্রিয়াকে সে সত্যি ভালবেসে ফেলেছে। তাই চরম মুহূর্তে সে ঠিক করে প্রিয়াকে সে সুস্থ করবে না। এবং সর্ত অনুযায়ী তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু বাদ সাধেন Supndt. শুভদীপ চ্যাটার্জী। বলেন একজন ডাক্তার হয়ে সে কেন তার ব্যক্তিস্বার্থ দেখবে। একজন ডাক্তারের কেরিয়ারের মূল্য কোথায় যদি না সে তার রোগীকে ভালো করতে পারে। অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডা: দিব্যেন্দু রায়ের সহযোগিতায় হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে দেয় প্রিয়াকে।

প্রিয়ার সঙ্গে চঞ্চলের বিয়ের রাতে প্রিয়া এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে জানতে পারে ডাঃ নীলাঞ্জন চ্যাটার্জীর জীবনে সে কতবড় একটা ঝড় তুলে দিয়ে এসেছে। আর যাকে সে বিয়ে করতে চলেছে সেই চঞ্চলের স্বরূপটাও ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের কারসাজিতে জানতে পারে।

অতঃপর এক নাটকীয় মুহূর্তে মিলন হয় প্রিয়া আর নীলাঞ্জনের। ঐ মিলন ঘটাতে গিয়ে একটা নাটকীয় ঘটনায় নীলাঞ্জনের মা আশা-দেবীও তার স্মৃতি ফিরে পান। ডাঃ শুভদীপ চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য ডাক্তাররা সাক্ষী থাকেন মা ছেলের মিলনের—মহামিলন-এর।

অভিনয়ে

অনিল চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, মাঃ শুভদীপ(তাপু) শৈলেন মুখার্জী, বিপ্লব চ্যাটার্জী, পতঞ্জলী গুহ-ঠাকুরতা, অরুণ মুখার্জী, অমিতাভ চ্যাটার্জী, সমর কুমার, দীপক গাঙ্গুলী, পরশ মুখার্জী, রথীন বসু, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধন, কেষ্ট, শ্যামল, টিটো, বিজয়, মুন্না, সোমা, বুলবুল অর্পিতা, অপন, ঝুমা, অমর ও রঞ্জিত মল্লিক—সুমিত্রা মুখার্জী আলপনা গোস্বামী, কাজল গুপ্ত সোমা মুখার্জী, অর্পিতা চক্রবর্তী

যাঁদের সহযোগীতায় ধন্য
বি, কে, মজুমদার, শঙ্কর পাইক, সোনালী বসু
অমিত বসু

গান

১

সুর : শ্যামল মিত্র
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠ : শ্যামল মিত্র ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃপেন : মনে রেখ আমি আছি
আমি চিরদিন থাকবো।
তোমার স্বপ্ননিয়ে তুলিভরা রঙ দিয়ে
আশা : আমি শুধু ছবি আঁকবো, আঁকবো
আঁকবো
নৃপেন : যতদূরে থাকো তুমি,
তোমায় কাছেই রাখবো
যে নামে গিয়েছি ডেকে
সেই নাম ধরেই আমি ডাকবো
আশা : সোনা ঝরা এই দিন চোখে,
আলোয় কত সুন্দর
চোখ ভরে দেখি যত,
বিভোর হয়রে তখন দুজনার এই দুটি অন্তর
নৃপেন : মনে রেখ আমি আছি
আশা : এ দেখা গানের সুরে সাধবো
প্রাণে বিণা তারে বাঁধবো।
নৃপেন : মাটিকে স্বর্গ করে তুলবো
পৃথিবীর সীমানা কি ভুলবো।
আশা : তবু যদি এই হয়
হারাই কখনো অজানায়
নৃপেন : খুঁজে নেব তোমাকে,
আসবো যে সেই ঠিকানায়
আশা-নৃপেন : মনে রেখ আমি আছি
আমি চিরদিন থাকবো

সুর : শ্যামল মিত্র
কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কণ্ঠ : গৌতম মিত্র ও ইন্দ্রানী সেন

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তুমি
তাই তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর
কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাইগো।
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরস মাস।
যদি আর কারে ভালবাসো,
যদি আর ফিরে নাহি আসো।
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো।

কলাকুশলী

সঞ্চয়িতা ফিল্মস্-এর নিবেদন

মহামিলন

কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ: —অঞ্জন চৌধুরী

পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

সংগীত : শ্যামল মিত্র

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়,

ও বিশ্বভারতীর সৌজন্যে :

"আমারও পরাণো যাহা চায়"

কণ্ঠ সংগীতে :

ইন্দ্রানী সেন, গৌতম মিত্র, শ্রীরাধা ব্যানার্জী,

শ্যামল মিত্র।

সম্পাদনা উপদেষ্টা : শিব ভট্টাচার্য্য

সম্পাদনা : অরুণ দত্ত

প্রযোজনা-চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। সাজসজ্জা : বাবুল দাস। শিল্পনির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন : রতন বরাট। প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক। প্রচার পরিকল্পনা : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা প্রদীপ চ্যাটার্জী। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুবীর দাস, সুদর্শন দাস। প্রধান সহকারী চিত্রগ্রহণ : শঙ্কর গুহ।

সহকারীগণ—চিত্রগ্রহণ :

উৎপল, অমূল্য দাস। সম্পাদনা : মণ্টু দাস রূপসজ্জা : তাপস চ্যাটার্জী। সাজসজ্জা : গণেশ দাস। ব্যবস্থাপনা : অমর লাহা, দুলাল সাহা। সহকারী পরিচালনা : অরুণ দাস, মুরারী চক্রবর্তী, শিশির মজুমদার, চিত্ত পোদ্দার।

নতুন খবর প্রেস ২/২/১. বিশ্বনাথ মতিলাল লেন,
কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

স্বপন নন্দীর তত্ত্বাবধানে

ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

সহযোগিতায় : কমল দাস, জ্ঞান ব্যানার্জী,

সুনীল ব্যানার্জী, কালিপদ বসু,

সুজিত দাস, শম্ভু দাস

সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা :

সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বারুই।

বিশ্ব-পরিবেশনা

শ্রী রঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ